Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ব্যাক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:শাওয়ালী নাজনীন

রোলঃ 228021823


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ব্যাক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:শাওয়ালী নাজনীন

রোলঃ 228021823

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ব্যাক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:শাওয়ালী নাজনীন, আইডিঃ 228021823 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ব্যাক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোছা: শাওয়ালী নাজনীন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

**মোছা:শাওয়ালী নাজনীন**

আইডিঃ 228021823

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

ভূমিকাঃ ....................................................................................................7

সুন্নাহের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ....................................................................................9

নবিজী(স) উত্তম আদর্শ:.........................................................................................11

সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ:...............................................................15

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব:....................................................................................17

সুন্নতের অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যাক্তির চরিত্রকে করে উৎকৃষ্ট :.....................................21

বাকরীতি :...........................................................................................................22

রাগ নিয়ন্ত্রণ : ......................................................................................................22

সেবা পরায়ণতা: ....................................................................................................23

লজ্জাশীলতা : .......................................................................................................24

বিনয় ও নম্রতা : ....................................................................................................24

উম্মতের মাঝে ঐক্য : ............................................................................................24

অহেতুক কাজকর্ম ও কথা:......................................................................................25

সুন্দর ও বিনয়ী আচরণ :.........................................................................................25

সংসার জীবনে:......................................................................................................25

মানবতার বন্ধু :.....................................................................................................26

বন্ধু ও আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক :...........................................................................27

পারিবারিক জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব :..........................................................................28

সামাজিক জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ও ফজিলত :............................................................34

রাষ্টীয় জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব:...................................................................................37

ধর্মীয় জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ও ফযিলত :....................................................................41

ইবাদত কবুলে সুন্নাহের গুরুত্ব :.................................................................................44

সুন্নাহ বিমুখতা  ঈমানের অপূর্ণতা : ........................................................................45
সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণাম ........................................................................45
আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া :........................................................................47
দুনিয়াবি জীবন ক্ষতিগ্রস্ত :........................................................................48
হারিয়ে যাওয়া কিছু হাদীস বা সুন্নাহ সমূহ:........................................................................50
উপসংহার :........................................................................59

# ভূমিকাঃ

সুন্নাত আরবী শব্দ। এর অর্থ পথ, সুপরিচিত পথ, সঠিক ও সুন্দরভাবে মাড়ানো পথ, যা বার বার অনুসরণ করা হয়। মহানবী মুহাম্মদ (স)যে পদ্ধতিতে তাঁর সমগ্র জিন্দেগী পরিচালনা করেছেন তাই হচ্ছে সুন্নাতে রসূল স.। অতএব নবিজীর রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত, বিচার কার্য পরিচালনা ও অপরাধীর শাস্তি বিধান তথা রাজনৈতিক বিধিবিধান, পারিবারিক জীবন বিধান,সামাজিক জীবনবিধান,আমলি জিন্দেগী তথা নবীজীর সামগ্রিক জীবনীই হলো নবীজীর সুন্নাত। আর সুন্নাহের আলোকেই আমাদের জীবন গড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) বলেন, 'তোমাদের জন্য অবশ্যই পালনীয় হচ্ছে আমার সুন্নাহ্ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।'

সুন্নাতে রাসূল ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হতে পারে না। পবিত্র কুরআন জানার ও মানার ক্ষেত্রেও সুন্নাহর ভূমিকা অপরিসীম।

মানবজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন এবং সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহতে।

পবিত্র কুরআনের কিছু বিষয় আছে যা আমাদের বুঝা সম্ভব নয় এর সমাধান ও রয়েছে নবীজীর সুন্নাহতে।

আল্লাহ তায়ালা নবীজী (স) এর জীবনকে করেছেন আমাদের জন্য আদর্শ।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।

(সূরা আহযাব,আয়াত:২১)

মহান আল্লাহর তায়লার পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী ক্ষমা পেতে চাইলে এবং জান্নাতের অধিবাসী হতে চাইলে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

(সূরা আল ইমরান,আয়াত:৩১)

যে রাসূল (স) এর সুন্নত মেনে চলে সে আল্লাহর হুকুম ই পালন করেন। যে রাসূল(স) এর সুন্নাহ বর্জন করেন সে আল্লাহর দ্বীনকেই বর্জন করেন। সুতরাং আল্লাহর আদেশ মান্য করার জন্যই রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করে চলা আবশ্যক।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

80

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

(সূরা নিসা,আয়াত:৮০)

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সফলতা পেতে হলে নবিজীর সুন্নহের অনুসরণের বিকল্প নেই। যে ব্যাক্তি সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে সে তার ব্যাক্তিজীবন,সামাজিক জীবন কিংব রাষ্ট্রীয় জীবন বা কর্মক্ষেত্র প্রত্যেক জায়গাতেই সফল। আর যারা নবিজীর সুন্নাহকে ভুলে অন্য কোন ব্যাক্তির আদর্শ আকড়ে ধরে কিংবা তাদের রোল মডেল বানায় তবে সে সবদিক দিয়েই একসময় ব্যার্থতায় নিমজ্জিত হয়ে হতাশায় ডুবে যায়।

আমাদের অবশ্যই সুন্নাহের আলোকেই নিজেদের জীবনকে সাজাতে হবে। এরজন্য আগে সুন্নাহ সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে কেননা হাদীসের নামে অনেক ভ্রান্ত ধারনা তথা বিদআত আমাদের মাঝে রয়েছে তা থেকে বেচে থাকতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

وَعَن مَالك بن أنس مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ «. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ

মালিক ইবনু আনাস (রাঃ) (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে দু’টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু’টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হাদীস। (মিশকাতুল মাসাবীহ;১৮৬)

## সুন্নাহের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

রাসুলুল্লাহ (স) এর দিকনির্দেশনা মুমিন মুসসলমানের জন্য পালন করা অত্যাবশকীয়
আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণে জীবন বিধান হিসেবে নবিজী(সা)এর মাধ্যমে গাইড স্বরূপ দান করেছেন কোরআন। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে নবিজীর সুন্নাহ। এ কারণেই নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পালন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَ مَاۤ اٰتٰىکُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَ مَا نَهٰىکُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا

'আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।'
(সুরা হাশর : আয়াত ৭)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-
আমি যখন তোমাদেরকে কোনো জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা থেকে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সুন্নাতের উপর আমল করা, সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করা শুধু জরুরিই নয় বরং একান্ত আবশ্যক।
**নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর বিশেষ ফজিলত রয়েছে। সুন্নত পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ তায়ালার আরও বেশি কাছে যেতে পারে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সুন্নত আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।**
হজরত আবু নাজিহ আল-ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী বক্তব্য শোনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হলো এবং চোখ দিয়ে পানি ঝড়লো।
আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।'
তিনি বললেন,
তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদ্বীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ

(বেদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা।' (আবু দাউদ, দারেমি, তিরমিজি)

নবীজির সুন্নত আঁকড়ে এবং তাকে অনুসরণের মধ্যেই মানুষের সফলতা রয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পারো।

(আলে ইমরান, আয়াত, ১৩২)।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান'

(তওবা, আয়াত, ৭১)।

কারো মাঝে সুন্নত পালনের অভ্যাস পড়ে উঠলে তিনি বিশেষ কিছু মর্যাদা ও ফজিলত। তাহলো-

১. আল্লাহ তায়ালা তাকে একজন শহীদ সাহাবী (রা.)'র এর মতো নেকী দেবেন।

২. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর আমলে অভ্যস্ত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ভালোবাসায় সিক্ত হবেন।

৩. এমন ব্যক্তি খোদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় সিক্ত হবে।

৪. এমন মানুষকে নেককার লোকেরাও ভালোবাসে।

৫. বদকার বা খারাপ মানুষের তাকে দেখে ভয় পায়।

৬. আল্লাহ তার দীনদারীকে মজবুত করে দেন।

৭. গুনাহ বর্জন সহজ হয়ে যায়। ছোট বাচ্চাকে তার মা যেভাবে বিপদ থেকে বাঁচায়, আল্লাহ তাকেও সেভাবে গুনাহ থেকে হেফাজত করেন।

৮. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর আমলে অভ্যস্ত ব্যক্তির রিজিকে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন।

# নবিজী(স) উত্তম আদর্শ:

বর্তমান যুগে আমাদের যুব সমাজের অনেকেই নবিজী(সা) কে আদর্শ না মেনে অন্য কাওকে তাদের রোল মডেল বানায়। তারা কি আদোও আমাদের রোল মডেল হওয়ার যোগ্য? কেউ কেউ নবিজীকে ভুলে সিনেমার নায়ক নায়িকাকে রোল মডেল বানায় তো কেউ খেলোয়াড়কে কিন্তু এসব ব্যাক্তিদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি এরা কোন ভাবেই অনুকরণীয় বা অনুসরনীয় হতে পারেননা। তারা কেউ ই ব্যাক্তি জীবনে সফল নন। কেবলমাত্র ক্যামেরার সামনেই নিজেদেরকে সুখি হিসেবে প্রদর্শন করেন। আসলে তারা হতাশায় নিমজ্জিত। সেকারনে মাঝেমধ্যে আমরা তাদের ডিপ্রেশনের স্বীকার হতে দেখি,নিজেদের সুইসাইড করার মাধ্যমে। আবার খোজ নিলে দেখা যাবে তারা বেশিরভাগই মাদাকাসক্তির সাথে জড়িত। বিভিন্ন সংবাদপত্রে আমরা এ ধরনের নিউজ দেখতে পাই। আবার এমন অনেক তারকা রয়েছেন যারা সবকিছু ছেড়ে নিজেদের জীবনকে সুন্নাহের আলোকে সাজিয়ে হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে, জীবনের চড়ম স্বার্থকতাকে হাতের মুঠোয় এনেছে।

পশ্চিমা সভ্যতাকে অনেকেই আপন করে নিয়ে নিজেদেরকে জাতে উঠাতে চেয়েছেন। পশ্চিমা সভ্যতা কেবল নোংরামিতে ভরপুর সে সভ্যতা আমাদের অনুকরনীয় মোটেও কাম্য নয়। আমারদের জন্যতো উত্তম আদর্রব দিয়েছেন মুহাম্মাদ (স) এর মধ্যে।

তিনি ছিলেন সত্যের প্রতীক। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক,উত্তম বিচারক,আদর্শ স্বামী,তিনি কখনোই কারো প্রতি অবিচার করেননি।

আল্লহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে অধীক জায়গায় নবিজীকে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে বলেছেন।

কোরআনুল কারিমের একাধিক আয়াত ও প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদিসে তা প্রমাণিত।

আল্লাহ বলেন-

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ  إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ

‘সে (নবিজী সা.) নিজ থেকে মনগড়া কোনো কথা বলেন না। (তিনি যা বলেন) তা তো ওহি; যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

(সুরা নাজম : আয়াত ৩-৪)

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে, কিন্তু সে নয়; যে অস্বীকার করবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো- 'হে আল্লাহর রাসুল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন, 'যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে।' (বুখারি, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ বলেন- قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ
'(হে রাসুল! আপনি) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।'
(সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৩১)

হজরত আবু নাজিহ আল-ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী বক্তব্য শোনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হলো এবং চোখ দিয়ে পানি ঝড়লো। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ!) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বেদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বেদআতই ভ্রষ্টতা।' (আবু দাউদ, দারেমি, তিরমিজি)

আল্লাহ বলেন-
لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ
'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'
(সরা আহজাব : আয়াত ২১)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ
'যে রাসুলের আনুগত্য করলো, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।'

(সুরা নিসা : আয়াত ৮০)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

وَعَن مَالك بن أنس مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ «. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ

মালিক ইবনু আনাস (রাঃ) (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না- আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হাদীস। (মিশকাতুল মাসাবীহ;১৮৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

,وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ' -ِ

আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা' (হাশর ৫৯/৭)।

রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عَنْ أَنَس ،ٍقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি (নবীজি সা.) তার নিকট তার সন্তান অপেক্ষা, তার পিতা অপেক্ষা এবং সকল মানুষ অপেক্ষা বেশি প্রিয় না হই। -

সহিহ বুখারি: ঈমান (كتاب الإيمان) ১৩-১৪

রাসূলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে, সে مَن أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجنَّة অবশ্যই আমাকে ভালোবাসে; আর যে আমাকে ভালোবাসে সে জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে। ), ১৭৫, তিরমিজি: كتاب الإيمان- মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) ( ২৬৭৮

জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর সুন্নাত এবং আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করাই ইসলাম।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

রাসুলে কারিম রাসুলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যা দিয়েছেন তোমরা তা ধারণ করো আর তিনি যা বারণ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।

(-সুরা হাশর, আয়াত: ৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চারিত্রিক বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজে প্রশংসা করে বলেছেন -

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

(সূরা কালাম;আয়াত-০৪)

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এরশাদ করেছেন -

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

উত্তম আদর্শের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে(মুসনাদে আহমদ;৮৯৫২)

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন-

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

“তাঁর আদর্শ ছিল কুরআন।” (মুসনাদ আহমদ;২৪৬০১)

حَدَّثَنَاরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা: قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ , فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ , لِمَ صَنَعْتَهُ , وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ , لِمَ تَرَكْتَهُ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ، وَلا مَسَسْتُ خَزًّا وَلا حَرِيرًا , وَلا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ , وَلا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. "

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ১০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি; কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোন কাজে ’উহ’ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। আমি করেছি এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করেছি? আর না করার ব্যাপারেও তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করোনি? চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন রেশমী কাপড় বা কোন বিশুদ্ধ

রেশম বা অন্য কোন এমন নরম জিনিস স্পর্শ করিনি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের তালুর চেয়ে নরম। আমি এমন কোন মিশক বা আতরের সুবাস পাইনি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘামের ঘ্রাণ হতে অধিক সুগন্ধিময়।( শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৬৪; দারেমী, হা/৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০৫৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৮৯৪।)

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। কোরআন-হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নবিজীর সুন্নাত মেনে জীবন গঠনে মনোযোগী হওয়া।নবীজীর (সা) এর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই তা উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমানিত। তাই অন্য কাওকে রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করার আগে মিলিয়ে দেখুন সেই ব্যাক্তির মধ্যে গুণগলো আছে কিনা!

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণে যথাযথ আমল করার তাওফিক দান করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের আলোকে গঠন করার তাওফিক দান করুন। আমিন

## সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ:

মানবজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন তার সকল সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে কুরআন ও সুন্নাহতে।
এখানে যাবতীয় বিরোধ, যেমন রোগ নৈতিকতার সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা-সাহিত্য, বিচার কার্যবিধি, আটক, জামিন, দেশান্তর, বিদেশে গমন ও দেশে ফেরায় বাধাদান, রাজনীতি,যুদ্ধ, সন্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, গর্ভপাত,প্রশিক্ষণ, গবেষণাসহ সকল কার্যক্রমে সকল ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য যেতে হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহের কাছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট পেশ করার অর্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করা। কোন বিষয়ে মতভেদ হলে তার সমাধান উভয় পক্ষকে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।
আইন প্রণয়ন ও বিচার ফায়সালা দানে সুন্নাতে রাসূল স: আল্লাহ্ স্বয়ং আইনের উৎস এবং আইনদাতা। রসূলুল্লাহ স.-কেও তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের এবং প্রণীত আইনানুযায়ী বিচার ফায়সালা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

'কখনো নয়, তোমার প্রভুর শপথ! এরা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের যাবতীয় মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে বিচারক না মানে এবং তোমার দেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা না থাকে, বরং তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।'

'এটা কোন নারী পুরুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, যখন কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে ফয়সালা দেয়া হয়ে গেছে এ বিষয়ে তাদের কোন দ্বিমত থাকা।

অতএব, রসূল স.এর দেয়া যাবতীয় সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক এ বিষয়ে পছন্দ অপছন্দের কোন সুযোগ নেই।

আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্র ও বিচার কার্য পরিচালনা যে রিসালাতের দায়িত্বেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)এর বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মুয়াজ বিন জাবালকে ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠানোর সময় রসূলুল্লাহ (স)তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-

'তোমার আদালতে কোন মামলা আসলে কিভাবে তুমি এ ফয়সালা দেবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব। কুরআনে না পাওয়া গেলে আল্লাহর নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী। সুন্নাতেও যদি না পাওয়া যায়? তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং তাতে অবহেলা করবো না।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'হে নবী, আমরা এই কিতাবকে সত্যতা সহকারে আপনার উপর নাযিল করেছি যাতে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আপনি মানুষের মাঝে ফায়সালা করতে পারেন

রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক প্রণীত এবং তাঁর রায় মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক। বিশর নামীয় এক মুসলিম এবং এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহর আদালতে একটি মামলা দায়ের করে। মামলার রায় ইয়াহুদীর পক্ষে যাওয়ায় মুসলিম ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলো এবং উমর (রা) এর নিকট অভিযোগ পেশ করলো। উমর (রা) তা শোনার পর অসন্তুষ্ট হলেন এবং বিশরকে হত্যা করলেন।

রাসূলুল্লাহর নিকট এ বিষয়টা পেশ করা হলে তিনি উমরকে ডেকে পাঠালেন। উমর (রা)বললেন, হে আল্লাহর নবী! লোকটি মুসলিম বলে দাবি করে অথচ আপনার দেয়া বিচারের রায় মেনে নিতে রাজী নয়। আল্লাহর নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক আর কে

হতে পারে? এমন লোকের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (সা)এ বিষয়ে আর কিছু না বলে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করলেন।
আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হূষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসা,আয়াত: ৬৫)

মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণতা, বিশ্বজনীনতা এবং চিরব্যক্তিস্থায়ীত্ব দান করা হয়েছে।
আল্লাহ বলেন-
আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন।
তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত।

## ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব:

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন ব্যক্তির কেমন হওয়া উচিত তার দিক নির্দেশনা রয়েছে নবীজীর সুন্নাতে।একজন ব্যক্তির সাজ পোশাক, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন,তার চলার পথ,লক্ষ উদ্দেশ্য আমলি জিন্দেগী, খাবারদাবার সবকিছু সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা রয়েছে নবীজীর সুন্নাহতে।দুনিয়া ও আখিরাত জীবনের সফলতার রাস্তা নবীজির সুন্নাহ। কিভাবে একজন মুমিন ব্যক্তি হওয়া যায় কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এর দিকনির্দেশনা রয়েছে নবীজীর সুন্নাহতে।
নবিজীর সুন্নাহ অনুসরণ করেই আমরা জান্নাত লাভ করতে পারবো।অপরদিকে যারা নবিজীর সুন্নাহকে ত্যাগ করবে তারা আল্লাহকেই ত্যাগ করবে তাদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যে ব্যক্তি নবিজীকে তার স্বীয় জান মাল সন্তানাদি অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেনা সে কখনোই মুমিন হতে পারেনা।

নবিজী আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন আমরা কিভাবে কথা বলবো,কিভাবে হাটাচলা করবো কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেই জান্নাত লাভ করা যায়, পাওয়া যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে নাজাত।

এমর্মে আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর রহমত অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

,وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ'

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আলে ইমরান আয়াহ ১৩২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

'আর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান'

*(তওবা,আয়াত ৭১)*।

তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ক্বিয়ামতের দিন সফলতা ও মহাবিজয় লাভের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ-

'অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ'তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আর এরাই হ'ল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হ'তে বেঁচে থাকে, তারাই হ'ল সফলকাম'

*(সূরা নূর ৫১-৫২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন-

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ،

আর যে ব্যক্তি আললাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করে'

*(সূরা আহযাব, আয়াহ৭১)*।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم -ُ,

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা'

*(সূরা নিসা, আয়াত ১৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا-

'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'ল সর্বোত্তম সাথী' *(সূরা নিসা, আয়াত ৬৯)*।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা করতে বলেছেন তা করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা বর্জন করল, আল্লাহ তাকে তাঁর সম্মানজনক বাসস্থানে প্রবেশ করাবেন ও তাকে নবীগণের সাহচর্য দান করবেন। অতঃপর মর্যাদায় তাদের পরের স্তরে যারা রয়েছেন তাদেরও সাহচর্য দান করবেন। যেমন ছিদ্দীক্বগণ, এরপর শহীদগণ, এরপর সকল মুমিনগণ, তারা হ'লেন, সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ যাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল আমল সঠিক হয়েছে।

এ বিষয়ে নবীর সুন্নাতও বহন করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا-

'আমার দৃষ্টান্ত সে লোকের মত যে আগুন জ্বালিয়েছিল। যখন তার চতুষ্পার্শ আলোকিত হ'ল, তখন পতঙ্গ ও সেসব জন্তু যা আগুনে পড়ে থাকে, তাতে পড়তে লাগল। আর সে লোক সেগুলিকে বাঁধা দিতে লাগল। তবে এরা তাকে হারিয়ে দিয়ে তাতে ঢুকে পড়তে লাগল। তিনি বললেন, এটাই হ'ল তোমাদের ও আমার অবস্থা। আমি আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধগুলি ধরে টানি ও বলি যে, আগুন হ'তে দূরে থাক, আগুন থেকে দূরে থাক। অথচ তোমরা আমাকে পরাস্ত করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ছ'।

আমরা যদি রাসূলে কারীম (সা) এর জীবিনকে চলার পথের পাথেয় বানায় তবে তা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনের জন্য হবে লাভজনক।দুনিয়ার বুকে কোন হতাশা আমাদের জীবিনে জেঁকে বসতে পারবেনা।

নবী জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। সকল রোগের ওষুধ। নবিজী (সা) ছিলেন ইয়াতীম নবী, আল্লাহ তায়াল তাকে আগলে রেখেছেন। নবিজীর জীবন সংগ্রামের প্রতিটি বাকে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা। নবিজী (স) যতটা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে গেছেন তবুও তিনি তার লক্ষ উদ্দেশ্য থেকে পথভ্রষ্ট হননি। আমাদেরো আমাদের লক্ষ ঠিক রাখতে হবে।

তবেই আসবে জীবনের সফলতা নইলে ব্যার্থতায় হারিয়ে যেতে হবে।

নবিজী (স) ছিলেন মিষ্টভাষী, দয়ালু তিনি শত্রুর জন্যও কখনো বদ দুয়া করেননি। তায়েফে রক্তাক্ত অবস্থাতেই তিনিও তায়েফ বাসীর জন্য বদ দুয়া করেননি। তিনি ছিলেন দূরদর্শী। নবিজী (স) ছিলেন উত্তম আদর্শ, তাই তাকেই ব্যাক্তি জীবনে ধারন করা উত্তম কাজ।

নবিজী (স) এর জীবনী অনুসরন করেই আমরা হালাল হারাম সম্পর্কে জানতে পারি আর সেভাবই জীবন যাপন করতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ،

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে মহা সাফল্য অর্জন করে' *(সূরা আহযাব, আয়াত ৭১)*

## সুন্নতের অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যাক্তির চরিত্রকে করে উৎকৃষ্ট :

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। রাসুল (স) র সত্যবাদীতার জন্য তাকে সকলেই আল আমীন বলে ডাকতেন। তিনি এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন যে হাজরে আসওয়াদ পাথর কাবার দেওয়ালে বসানো নিয়ে চারটি গোত্রের মধ্যে সম্ভবনীয় যুদ্ধ তিনি তার বুদ্ধি দিয়ে বন্ধ করেন এবং সকলেই নবী (স) এর বিচার মেনেও নেন।

আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ◌ِ

নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী'
(সূরা ক্বলম, আয়াত ৬৮)

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ◌ِ
আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য'।
তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক।
আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ' ◌َ

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে'
(আহযাব, আয়াত ৩৩) ।

নবী (স) এর কিছু বৈশিষ্ট্য যা কোন ব্যাক্তি নিজের মধ্যে ধারন করতে পারলে সে পরিনত হবে একজন সফল ও উত্তম মানুষে। সে হবে সমাজে সমাদৃত সম্মানিত ব্যাক্তি। সমাজের সফলকাম ব্যাক্তিদের একজন। একজন সুখি মানুষ।

## বাকরীতি :

নবী (স) হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত।নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ‘তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ’।

## রাগ নিয়ন্ত্রণ :

একবার একজন ভিক্ষুক এসে পেছন থেকে তার চাদর টেনে ধরেন এতে তার চাদরের ধারে গলার এক পাশে কেটে যান তবুও তিনি রাগ করেননি।
রাসুল (স) বলেন-
প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি।

**বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা:** কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় ও ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হ’তে দেখা যায়নি।
হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (স)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন
(আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই।

## সেবা পরায়ণতা:

কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো‘আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হ’লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহূদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ‘তুমি আবুল ক্বাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল।

এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ ‘আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন’

**প্রতিবেশীদের হকঃ**

নবী (স)প্রতিবেশীদের হকের ব্যাপারে ছিলেন সদা তৎপর। মহানবী (স) বলেন “যখন তোমরা গোশ রান্না করো তখন তাতে পানি বাড়িয়ে দেও যেন প্রতিবেশীকেও সেখান থেকে দিতে পারো”

নিজে খেয়ে থাকবেন প্রতিবেশী না খেয়ে থাকবেন এটা নবীজীর সুন্নাহ নয়। তিনি নিয়মিয় প্রতিবেশীর খোজখবর নিতেন।

**সহজ পন্থা অবলম্বন:**

আয়েশা(র) বলেন -যখন রাসুল (স) কে দুটি কাজের কথা বলা হতো তখন তিনি সহজ কাজটি বেছে নিতেন।

রাসুল (সা) বলেন-

فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ

‘তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়’।

**দানশীলতা :**

নবিজী (স) ততক্ষন দান করতেন যতক্ষন তার কিছু থাকতো।

মহানবী (সা) বলেন

وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ- وَالإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا ‘একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ’তে পারে না’

## লজ্জাশীলতা :

রাসূলুল্লাহ (স) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারো মুখের উপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন।
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِه -
'তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম'।

## বিনয় ও নম্রতা :

তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন।
লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি রাসুল (স) র করুণা ছিল সর্বাধিক।
তিনি বলতেন
,اَبْغُونِىْ فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ'
তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে' অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর।

## উম্মতের মাঝে ঐক্য :

তিনি সাধ্যপক্ষে উম্মতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। যেমন মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (স)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (স) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন।

## অহেতুক কাজকর্ম ও কথা:

তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। অপ্রয়োজনীয় কাজে নিজের সময় নষ্ট করতেন না। তিনি সর্বদা ইবাদত এবং ইসলামের কল্যানে নিজের সময় ব্যায় করতেন।

## সুন্দর ও বিনয়ী আচরণ :

নবিজী (স) এর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।
আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।
রাসূল (স)-এর এই অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিশেষ দান।

## সংসার জীবনে:

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সা) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'
রাসূল (স) কখনো কখনো আয়েশা(রা) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন।
তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন।

রাসূল (স) স্ত্রী সফিয়্যাকে(রা) উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর সফিয়্যাহ (রা) নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন।
তিনি স্ত্রীদের প্রতি ছিলেন যত্নশীল। তাদের মানুষিক ও শারিরীক সুস্থতা প্রদান করেছেন তিনি।

## মানবতার বন্ধু :

রাসুল (সা) ছিলেন মানবতার বন্ধু। আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের কল্যানের জন্য পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন -

মুহাম্মদ (স) রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ তিনি সকল মানব জাতির জন্য কল্যাণ। তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য ত্রানকর্তা।জাহিলিয়াতের যুগের অন্ধকার দূর করে নবুয়তের আলোয় আলোকিত করেন পুরো বিশ্ব। তার জন্মের আগে আরব বিশ্ব ছেয়ে ছিলো অন্ধকারে তিনি এসে সবাইকে মুক্ত করেন।

তিনি ছিলেন মানবতার বন্ধু।

মহানবীর (সা.)এর আদর্শ এতটাই অতুলনীয় ছিল যে তিনি ইহুদীর লাশকেও সম্মান দেখিয়েছেন।

একবার এক ইহুদীর লাশ বিশ্বনবীর (সা.) সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে মহানবী (সা.) সেই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না লাশটি তার সামনে থেকে চলে যায়। পাশ থেকে হজরত জাবের (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটি তো ইহুদীর লাশ। এতে আল্লাহর রাসুল উত্তর দিয়েছিলন, সে কি মানুষ ছিল না? (সহিহ বোখারি : ১৩১১)।

হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করব’ (আবু দাউদ)।

## বন্ধু ও আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক :

বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ’তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন।(কেক্ককে{
মহানবী (স) বলেন আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।
আত্নীয়দের হক আদায় করে দিতে বলেন।
নবিজী (স) একবার একটি বকরি জবেহ করেন এবং সেখান থেকে কিছু হাদীয়া তিনি আম্মাজান খাদীজা (রা) বান্ধবীর জন্য পাঠান। তিনি বলেন অমুক ব্যাক্তি খাদিজা(র)কাছের মানুষ ছিলো।

তখন আম্মাজান খাদীজা (র) দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। প্রিয়তমা স্ত্রী না থাকলেও তিনি তার বান্ধবীদের ও আত্নীয়দের খোজখবর রেখেছেন।

**নবিজীর চরিত্র সম্পর্কিত কিছু হাদীস:**

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চারিত্রিক বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজে প্রশংসা করে বলেছেন -
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।(সূরা কালাম;আয়াত-০৪)

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এরশাদ করেছেন -
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ
উত্তম আদর্শের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে(মুসনাদে আহমদ;৮৯৫২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ , فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ , لِمَ صَنَعْتَهُ , وَلا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ , لِمَ تَرَكْتَهُ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ، وَلا مَسَسْتُ

خَزًّا وَلا حَرِيرًا , وَلا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ , وَلا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. " َ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ১০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি; কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোন কাজে ’উহ’ শব্দটি পর্যন্ত করেননি। আমি করেছি এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করেছি? আর না করার ব্যাপারেও তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করোনি? চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন রেশমী কাপড় বা কোন বিশুদ্ধ রেশম বা অন্য কোন এমন নরম জিনিস স্পর্শ করিনি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের তালুর চেয়ে নরম। আমি এমন কোন মিশক বা আতরের সুবাস পাইনি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘামের ঘ্রাণ হতে অধিক সুগন্ধিময়।( শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৬৪; দারেমী, হা/৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০৫৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৮৯৪।)

নবিজী (স) এর জীবনাদর্শ যে ব্যাক্তি ধারন করবে সে হবে সমাদৃত সম্মানিত। আল্লাহর প্রিয় ব্যাক্তিদের একজন। তার জীবনের সবকিছুতেই পাবে সফলতা। তার জীবন হবে এক টুকরো জান্নাত। আমাদের সকলের উচিত আমাদে ব্যাক্তি জীবনে নবীজির সুন্নাহ মতাবেক সাজানো তবে জীবন হবে সাজানো গোছানো শান্তিপূর্ণ। আল্লাহ সবাইকে নবিজীর সুন্নাহকে আপন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

## পারিবারিক জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব :

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধান অনুযায়ী পরিবার গঠন করলে সে পরিবার হবে একটি আদর্শ ও সর্বোত্তম পরিবার।

সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তিই হলো পরিবার।মহান আল্লাহ তাআলার হিকমাত যে, তিনি আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম ও আদি মাতা হজরত হাওয়া আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পৃথিবীতে পারিবারিক জীবনের সূচনা করেছিলেন। যা আজও বিদ্যমান।পরিবার থেকেই গঠিত হয় সমাজ, সমাজ থেকেই রাষ্ট্র। তাই পরিবারকেই আগে ইসলামের আদলে গড়তে হবে তবেই সমাজ ও রাষ্ট্র ইসলামের আদলে গঠিত হবে। পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব বুঝাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঝা করে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।

(সুরা নিসা : আয়াত ১)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।

(সুরা হুজরাত : আয়াত ১৩)

পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহর দেয়া দায়িত্বানুভূতি সম্পর্কে সজাগ থাকবে। স্ত্রী তার অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ করবে। স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও তাদের অধিকার লাভ করবে, আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান মর্যাদা পাবে, তখন কোনো স্ত্রী আর তার অধিকারের দাবিতে প্রকাশ্য জনপথে আন্দোলনে বের হবে না, কোনো স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনে অন্য নারীর প্রতি আশক্ত হবে না, কোনো সন্তানই বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না এবং আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের দৃঢ়তায় আল্লাহর রহমত, বরকত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকবে।ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হলো আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হলে সমাজ থেকে মহামারীর আকার ধারণকারী পরকীয়া, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণপরবর্তী হত্যা, অবৈধ ভালোবাসায় ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধ প্রবণতা এবং জীবনের শেষ সময়ে বৃদ্ধাশ্রমের মতো দুঃখী জীবন-যাপন চিরতরে নির্মূল হবে।তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

পারিবারিক জীবনে সুন্নাতের খিলাফের কারনেই বর্তমান সমাজে ডিভোর্স এর সংখ্যা বেড়ে গেছে। রাসুল (স) বলেছেন "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। "

রাসূল (স) আরও বলেছেন- তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো কারন আমি কণ্যা সন্তানের পিতা।

"তোমাদের মধ্যেই সেই উত্তম যে তার জীবন সঙ্গীর নিকট উত্তম"

আমাদের নবিজী (স) তার প্রত্যেক স্ত্রীকে দিয়েছিলেন সাধ্যমত আলাদা বাসস্থান। প্রত্যেক স্ত্রীকে দিয়েছিলেন যোগ্য সম্মান ও অধিকার। তিনি তাদের মধ্যে সমতা স্থাপন করেছিলেন। আজকাল পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টিই হয় রান্নাঘর থেকে। যতই বউ শাশুড়ীর মধ্যে যুদ্ধ লাগুক তবুও তাদের একই ঘরেই আবদ্ধ রাখা হয়। আর বেশিভাগ ক্ষেতে এই অশান্তির মধ্যে পিষ্ট হয় ছেলে। যদি একজন ব্যাক্তির পারিবারিক জীবন সুস্থ না হয় তবে তার আমলি জিন্দেগীও বরবাদ হয়ে যায়। বরবাদ হয়ে যায় তারা সামাজিক জীবন। আর মানুষিক অবস্থার কথা নাইবা বলি। আমাদের দেশের পারিবারিক ব্যবস্থায় স্ত্রীকে এনে বাবা মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়,আর তারা তাকে তাদের মতো করে গড়ে তুলতে গিয়ে নানান অত্যাচার করে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে ফলে সেই পরিবারের বাচ্চাগুলোর জীবন ও অতিষ্ঠ হয়ে যায়।

পারিবারিক জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে রিসেন্টলি ঘটে যাওয়া পলাশ সাহার ঘটনা আমাদের সকলের জানা। তিনি বউ এবং মায়ের মধ্যে সমতা রাখতে না পেরে আত্নহত্যার পথ বেছে নেন।

এমন অনেক স্ত্রীরা আত্নহত্যা করে যেসব ঘটনা আমাদের আড়ালে রয়েছে। কেউ আত্নহত্যা করে নয়তো কেউ না পেরে ডিভোর্স নিয়ে নেয় কেউ বা সহ্য করে নিজেকে তিলেতিলে শেষ করে। মূলত একটা সুস্থ পরিবেশের জন্য নবিজীর পারিবারিক জীবনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার বিকল্প নেই। কেবলমাত্র ইসলামেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি। নবীর জীবন থেকেই আমরা জানতে পারি স্ত্রীর অধীকার সন্তন বাবামায়ের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে। যে পরিবারে ইসলামের অনুশাসন বিদ্যমান সেই পরিবার একটুকরো জান্নাত আর যেই পরিবারে সুন্নাহের ছিটেফোঁটা নেই সেই পরিবার একটুকরো দোজখ।

আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই পারিবারিক বিপর্যয়রোধে ইসলামের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই। এ পথেই রয়েছে সুষ্ঠু সমাধান। ইসলাম আগে ব্যক্তি সংশোধনে গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ ব্যক্তি ঠিক হ'লে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পূর্বে যেমন ভিত্তি ঠিক করতে হয়, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে একটি আদর্শ পরিবার

গঠন করতে হয়। কেননা সমাজবিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টিতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার।

সম্প্রতি আমাদের দেশের অনেক মানুষ পারিবারিক বন্ধনের কথা ভুলতে বসেছে। আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের প্রতি মানুষ বৈষ্যমূলক বিভিন্ন অন্যায়-আচরণ করছে। পরিবারের বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না।

অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا،

'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'

ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ইসলামে তার সবকিছু বিদ্যমান। সুতরাং সে বিধান মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

পারিবারিক জীবন যে শুধু দুনিয়াতেই কল্যাণ বয়ে আনে এবং এ বন্ধন যে কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এ বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب ٍ، 'তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে' *(সূরা রা'দ, আয়াত ২৩)*।

নবিজী (স) ছিলেন উত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র নায়ক।

মহানবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পারিবারিক জীবন কতইনা উত্তম ছিল। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি মহানবি (সা.) বলেছেন, নিজ স্ত্রী ও পরিবারের সাথে যে সর্বোত্তম আচরণ করে সে-ই তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম।

স্ত্রী ও পরিবারের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে তা আমার কাছ থেকে শেখো। এ বিষয়ে আমি তোমাদের আদর্শ। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবি (সা.) খুব সাদা-সিধা জীবন-যাপন করতেন। গৃহস্থালীর কোনো কাজ করতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না।তিনি নিজের জুতা মেরামত করতেন, বকরির দুধ দহন করতেন, ভৃতদের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি কখনোই কোন স্ত্রী এবং ভৃতদের মারেননি।

আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, হজরত রাসুল করিম (সা.) কখনো কাউকে মারেন নি। কোনো স্ত্রীকেও নয়, কোনো ভৃত্যকেও নয়।

স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি নবিজী  (সা.) ছিলেন অত্যন্ত নম্র। তিনি কখনোই খাবারে দোষ ধরতেন না।তিনি যতটুকু সম্ভব খেতেন আর যদি একেবারেই না পারতেন তবে তিনি তা আলাদা রেখে দিতেন তবুও তিনি কোন খারাপ কথা বলতেন না।

তিনি স্ত্রীদের মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। তাদের সাথে হাসি তামাশায় মাততেন। খেলায় প্রতিযোগিতা করতেন। একবার রাসুল (স) আম্মাজান আয়েশা(রা) সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন আর এতে তিনি হেরে যান। পরবর্তীতে একদিন রাসুল (স) পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতা করেন আর সেদিন তিনি জিতে যান এবং আম্মাজান আয়েশা(রা) গত হারের কথা স্মরন করিয়ে দিয়ে বলেন এটা গতবারে প্রতিশোধ। সুবাহান আল্লাহ। আর এখন স্বামীদের স্ত্রীদের জন্য কোন সময় ই নেই। তারা পাশে বসে ফোন চালানো কিংবা একি বিছানায় ঘুমানোকেই একে অপরকে সময় দেওয়া বলে। রান্নাতে সামান্য লবণ বেশি হওয়া নিয়ে স্ত্রীদের প্রহার পর্যন্ত করে। স্ত্রীদের মানুষিক শান্তি দেওয়াতো দূর কি বাত স্ত্রীদের শরীরে আঘাত দেয় এবং মানুষিকভাবে অসুস্থ বানিয়ে দেয়। সন্তানদের সাথেও তারা সময় দেয়না,ভাবে সন্তান পালন কেবল স্ত্রীর কাজ। কিন্তু ওয়াল্লাহি রাসুল (স) ছোট বাচ্চাদের আদর করতেন। তাদের সাথে খেলতেন, গল্প করতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, চুমু দিতেন। নবিজীর প্রাণের নাতি হাসান(রা) হোসাইন (রা) এর সাথে ওনার কত মধুর সম্পর্ক ছিলো তা আমাদের অজানা নয়।

নবিজি (সা) সব সময় তার সাহাবাদেরকে (রা.) বলতেন,

‘যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেয়েছে, কিন্তু জান্নাতের অধিকারী হতে পারেনি, সে বড়ই হতভাগ্য।’

অর্থাৎ বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা মানুষকে আল্লাহতায়ালার কৃপার এত বড় উত্তরাধিকারী করে যে, যে ব্যক্তি তার পিতা মাতার সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করে, সে অবশ্যই পুণ্য অর্জনকারী হয় এবং আল্লাহ তায়ালার কৃপার অধিকারী হয়ে যায়। (মুসলিম)

অথচ বর্তমানে আমরা দেখতে পাই সন্তানেরা পিতামাতার অবাধ্য হন। সন্তানের হাতে পিতা মাতা খুনের মত জঘন্য ঘটানাও আমরা অনেকগুলো ইতিমধ্যে জানি। এমনকি অবাধ্য সন্তানকেও পিতার হাতে খুন হতে দেখেছি। আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করুন সবাইকে। মহানবী (সা) বলেছেন-যদি আমায় নামাজে দাঁড়ায় সে সময় আমার মা আমাকে ডাক দিতেন তবে আমি নামাজ ছেড়ে দিতাম।

একবারে ঘটনা নবিজী(সা) ও সাহাবাগণ(রা) বসেছিলেন একটি মজলিসে। তারা দেখতে পান দূর থেকে একজন বয়স্ক মহিলা এদিকেই এগিয়ে আসছেন। নবিজী দৌড়ে গেলেন এবং বৃদ্ধাকে ধরে এগিয়ে আনলেন এবং নিজের গায়ের চাদর তিনি বিছিয়ে দিলেন সেই

বৃদ্ধাকে বসতে। সবাই ভীষণ অবাক হলেন। পরবর্তীতে নবী কারীম(সা) সাহাবাগণকে (রা) বললেন ইনি সেই মহিলা যিনি নবিজী (সা) কে দুধ খাইয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন দুধ মাতা হালিমা।

মহানবী (সা) যে পরিমান সম্মান তাকে দেখিয়েছিলেন এতেও রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা।

নবিজীর সমগ্র জীবনটাই আমাদের জন্য শিক্ষা।

নবিজী (সা) খুবই সাদামাটা থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি উচু অট্টালিকা পছন্দ করতেন না। নবিজী(সা) এর ঘর হতো এক কামড়া বিশিষ্ট সামনে ছোট্ট আঙিনা। খুবই সামান্য খেতেন পেট ভরে খেতেন না। এতে তাদের জীবন যাত্রা ছিলো খুবই সহজ।

আমাদের রয়েছে উচ্চাকাঙ্খা উচ্চাবিলাসী জীবন যাপন এজন্যই পরিবারের মাঝে এত বেশি অশান্তি। উপার্জনকারী ব্যক্তির মাথায় টেনশন টাকা কামানোর জন্য দুই নাম্বারি কাজ করতেও বাধেনা। এতে সমাজ হয় নষ্ট। অল্পতে তুষ্ট থাকার শিক্ষা আমরা নবী জীবনী থেক্র নিতে পারি। বড় বড় বিল্ডিং বানানোর তাড়নায় মানুষ তার মনুষত্ব হারিয়ে ফেলছে। সমাজে বাড়ছে পরকীয়া,ডিভোর্স, সন্তানের হাতে মা বাবা খুন।

আজ আমরা যদি এই মহান ও শ্রেষ্ঠ রাসুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলি তাহলে আমাদের প্রতিটি পরিবারে বিরাজ করবে প্রশান্তির সুবাতাস। তাই আসুন, শ্রেষ্ঠনবি রাসুল (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করি এবং জীবনকে শান্তিময় করি।

ব্যাক্তি জীবন হোক আর পারিবারিক জীবন নবীজীর সুন্নাহ অনুসরণ না করলে জীবন জাহান্নামে রূপ নেবে। নবিজীর সুন্নাহ মানব জীবনের যে অপরিহার্য অংশ।

## সামাজিক জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ও ফজিলত :

মহানবী (সা.) ছিলেন একজন মহান সমাজসংস্কারক। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্র কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, সামাজিক বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা সমাজ। সামাজিক সাম্য, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির কোনো অস্তিত্বই ছিল না।নির্বিচারে কণ্যা সন্তান হত্যা করতো। ব্যাভিচার,অনাচার ছিলো খুবই সহজ বিষয়। গোত্রে গোত্রে হানাহানি রক্তারক্তি, বংশগৌরব নিয়ে মেতে থাকতো।  মূর্তি পূজা,আগুন পূজা কাবা ঘরে ছিলো ৩৬০ টি মূর্তি। যুব সমাজে ছিলো অধপতন,মদ জুয়া নারীতে থাকতো লিপ্ত। চুরি ডাকাতিতে সমাজ ভরে ছিলো। নারী ছিলো দাসী, পণ্যের মতো তারা কেনাবেচা হতো। এমন ভয়াবহ দু:সময়ে নবিজীর আগমন ঘটে। তিনি সেই জঘন্য অন্ধাকারাচ্ছন্ন সমাজে আলো নিয়ে আসেন,আমূল পরিবর্তন ঘটান।

নবিজী (সা) তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহকে সকল ক্ষমতার অধীকারী ভেবে সকল কাজ করেন। বংশ নিয়ে অহংকার কারীদের কুঠারাঘাত করেন। যারা ইমানদান তাদের দেন সর্বচ্চো মর্যাদা। যেখানে অনেক উপাস্যে ইবাদাত করতেন সবাই সেখানে একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন তাওহীদ এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। নবী (সা) আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী সমাজের সকল কর্মকান্ড আঞ্জাম দেন। ফলে সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে।

মহানবী (সা.) নারীদের অভূতপূর্ণ মর্যাদা দিলেন।

তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদন করেছে, সেই কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নাম থেকে আবরণ বা প্রতিবন্ধক হবে।’

(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৯১৫)

বিধবাদের সাহায্যকারীদের সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন,

বিধবা ও মিসকিনের জন্য (খাদ্য জোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে এবং দিনে রোজা রাখে তাদেরও সমতুল্য।’

(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৫৩)

মহানবী (সা.) স্ত্রীর সম্মান রক্ষায় বলেছেন,

‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।’

(তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৯৫)

মহানবী (সা)  মানবতার সমাজ গঠন করেন যেখানে সবার মধ্যে ভাতৃত্ববোধ সদা বিরাজ করতো। সাদা কালো, ধনী গরীবের কোন ব্যবধান ছিলোনা ছিলোনা আত্নগৌরব বা বংশ মর্যাদার অহংকার।।  তখন আরবে সামান্য বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা নিয়ে শুরু হতো যুদ্দ, আর সেই রক্তাক্ত যুদ্ধ স্থায়ী হতো অনেক দিন। ফলে সামাজিক জীব বাহ্যত হতো। রাসুল (স) নবুয়াত প্রাপ্তির আগেই হিলফুল ফুযল নামে একটি যুব সংঘ গঠন করেন। মদিনা সনদের মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। নবিজী(স) সুন্দর সমাজ বিনির্মানে সদা কাজ করেছেন। তিনি ঐক্য বদ্ধ কাজ করেছেন। সমাজের মধ্যে সাম্য ও ঐক্যের মিলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

তিনি সুদ করে করেছেন হারাম। চড়ামূল্যের সুদের কারনে অনেকের ভিটেমাটি সব হারাতে হতো। নবিজী(সা) সুদকে হারাম করেছেন।

মদ জুয়া নেশায় মত্ত থেকে যুব সমাজ নিজেদের জীবনকে অনর্থক নষ্ট করতো,এবং বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হতো। জুয়ায় হেরে বিভিন্ন রকম পাপাচার করতো, ব্যাভিচার করতো, পতিতালয়ে যেতো। রাসুলে কারীম(সা) আসার পর মদ জুয়া হারাম করেছেন আল্লাহ তায়ালা। মহানবী (সা) একটা সুন্দর সমাজ গঠন করেছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগকে স্বর্নযুগে রুপান্তর করেছিলেন।

বর্তমান সময়টা পুনরায় সেই জাহিলিয়াত ফিরে এসেছে। এখনো সমাজের একাংশ মদ জুয়া সুদে ডুবে আছে। বলতে গেলে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাই সুদে ডুবে আছে। সমাজে মারামারি হানাহানি রক্তপাত চারিদিকে সেই জাহিলিয়াত যুগের মতো বেড়েই চলেছে। কণ্য শিশুরা এখনো অবহেলিত হচ্ছে তাদের সমাজের বোঝা স্বরুপ দেখা হচ্ছে।

পশ্চিমা বিশ্বের সভ্যতাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আজ সমাজের এই অধপতন। ধনী গরীবের ভেদাভেদ,যাকাত দিতে কিপটামি,ভন্ডামি বেড়ে গেছে সমাজে। আমানতদারীতা উঠেই গেছে সমাজ থেকে। কেউ কারো কাছে সেইফ না, যে যেভাবে পারছে প্রতারণা করছে। বোনের সম্পত্তির ভাগ দিচ্ছেনা, ভাই ভাইকে হত্যা করছে,সন্তান পিতাকে হত্যা করছে। মাদাকাসক্তিতে ডুবে গেছে একঝাঁক তরুন তরুনী।

সমাজে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য নবিজীর সুন্নাহকে পুনরায় আঁকড়ে ধরতে হবে শক্তভাবে। পুনরজ্জিবীত করতে হবে নবিজীর সুন্নাহকে।

নবিজীর সুন্নাহ মতাবেক সমাজ সাজাতে হবে নইলে অন্ধকারে ডুবে যাবে প্রতিটা মানুষের জীবন।

নবিজীর সুন্নাহ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে একটি সুন্দর সমাজ গঠন করা যায়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে সমজে শান্তি ফিরে আনা যায়।

যাকাত পূর্ণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের ধনী গরীবের ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। সুদকে হারাম করতে হবে তবেই সমাজ এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষ পাবে। সুদের ভয়াল থাবা সমাজের একাংশ নিঃস্ব করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

যুবকদের মাঝে নেশাদ্রব্য ছড়িয়ে তাদের পাপাচারে লিপ্ত করছে আধুনিক বিশ্ব। পশ্চিমা সভ্যতা লালন করতে গিয়ে মেয়েরা হচ্ছে পতিতা। অবৈধ জিনা ব্যাভিচার সমাজে আজ বিপুল পরিমান এসব পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণের ফলাফল।

সমাজে বেড়ে চলেছে নাস্তিক,এখনতো পরিবেশ আরোও ভয়ংকর। ট্রান্সজেন্ডার এর নতুন ট্রেন্ড সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব। এখন পুরুষ নারি সেজে ঘুরে, নারী পুরুষ সেজে।

সমাজে বেড়ে চলেছে পাপাচার, অনাচার,ব্যাভিচার খুন খারাবি,কে কাকে মারছে কেন মারছে তার কিছুই তারা বোঝেনা কিন্তু খুন খারাবির পরিমান বেড়ে গেছে। ধর্ষন,শিশু হত্যা চারিদিকে অহরহ।

আমরা যতই নবীজীর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব ততই আমাদে সমাজের অধপতন বাড়বে। কঠিন থেকে কঠিনতর হবে আমাদের জীবন যাত্রা। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের হেফাজত করুন পশ্চিমা বিশ্বের ভয়াল থাবা থেকে। তারা সাহায্যের নামে সুন্দের প্রসার ঘটিয়েছে, যৌন  স্বাধীনতার নামে মেয়েদের পতিতা বানাচ্ছে।

একটা সুন্দর সমাজ বিনির্মানের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরতই। একটা অসুস্থ সমাজকে কেবল নবিজির সুন্নাহের  মাধ্যমেই সুস্থ সমাজে রুপান্তর করা সম্ভব। নবিজীর সুন্নাহ মতাবেক সমাজ প্রতিষ্ঠা না করলে এই সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে।

আসুন নবিজীর সুন্নাহ অনুসরণ করে সর্বপ্রথম নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে সংশোধন করি, এরপর এই অসুস্থ সমাজকে বিনির্মান করি।

সামাজিক জীবনে রাসুলের সুন্নাতের গুরুত্ব অধীকতর গুরুত্বপূর্ণ।তাই চলুন সুন্নাহের আলোকে নিজেকে,পরিবারকে এবং এই সমাজকে সাজায়।আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা সুস্থ সমাজ দান করি। নবিজীর সুন্নাহ ব্যতিরেকে কোন কিছুই সম্ভব নয়, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুন্নাহ মতাবেক চলার তাওফিক দান করুন।

## রাষ্টীয় জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব:

রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সার্বিকভাবে সফল এক মহান ব্যক্তিত্ব মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। প্রত্যেকটা কাজেই তাকে সফল হতে হয়েছে। কেননা তিনি তো সৃষ্টির সেরা।

কালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মহাম্মদ (সা.) মদীনা সনদের আলোকে মদীনাতে যে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, মানব জাতির ইতিহাসে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তা সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। মনে রাখা প্রয়োজন আমদের প্রিয় রাসূল, বিশ্বনবী, বিশ্ব মানবতার মহান আদর্শ ও মহান শিক্ষক।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-র আবির্ভাবকালীন সময়ে তাঁর প্রিয় জন্মভূমি হিজায অঞ্চলসহ সমকালীন বিশ্বের তিনটি মহাদেশ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে পশ্চাপদতা ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ।

এ সময় মদীনাতে তিন শ্রেণির জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। এরা হচ্ছেন- মদীনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, বহিরাগত ইহুদী সম্প্রদায় এবং নবদীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়।

তখন মদীনাকেন্দ্রিক কোন সুসংঘবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা না থাকার কারণে উক্ত সব গোত্র প্রায়ই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকতো। রাষ্ট্র গঠনের মূল চারটি উপাদান-নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্বের মধ্যে প্রথম দুটি উপাদান তখন সেখানে বিদ্যমান থাকলেও শেষোক্ত দুটি উপাদান ছিল অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের অবস্থান নির্ণয়, স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ, পারস্পারিক সম্পর্ক ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা, গোত্রভিত্তিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তে একটি সার্বজনীন, বহুজাতিক ও বহুমাত্রিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মদীনার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে হিজরতের প্রথম বর্ষেই মক্কা হতে আগত মুহাজির সম্প্রদায়, মদীনার আনসার সম্প্রদায়, ইহুদী ও আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি লিখিত দলিল সম্পাদন করেন, যা 'কিতাবুর রাসূল' বা 'মদীনা সনদ' নামে বহুল পরিচিত। এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সনদ বা সংবিধান, যা মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক সংবিধান এবং মূল ভিত্তি।

মহানবী (সা.) মদীনা সনদ জারি করেন মদীনায় বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। এতে প্রতীয়মান হয় এ সনদ জারির পূর্বেই তিনি মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মদীনার সর্বময় শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হন। আর রাষ্ট্র প্রধান

হিসাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে তিনি এ সনদ জারি করেন, নতুবা সনদ জারি করার কোন আইনগত কর্তৃত্ব তাঁর থাকে না এবং তা মেনে চলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোরও কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁকে মদীনার সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্য দিকে নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মহানবী (সা.)-র পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার ঘোষণা, প্রকারান্তরে তাঁর চূড়ান্ত নির্বাহী কর্তৃত্বের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। সনদের ২৪তম এবং ৪৬তম ধারার আলোকে মদীনার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহানবী (সা.)-এর নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের বিষয়টি সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হয়। ফলে মদীনা সনদ মদীনায় জনকল্যাণমূলক আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লিখিত সংবিধানের আইনগত মর্যাদা লাভ করে। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে তথা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ১৯টি স্তর বিশিষ্ট একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো মদীনাবাসীকে উপহার দেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সামাজিক সুবিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.)-এর জীবনের এক চূড়ান্ত সফলতা।

আমরাও যদি আমাদের রাষ্ট্রকে সফলভাবে পরিচালিত করতে চায় তবে নবিজীর দেখানো পথে চলতে হবে। নিজের রাষ্ট্রের অবকাঠামো উন্নতি করতে হবে।সেনাদক্ষতা বাড়াতে হবে যেমনটি নবিজী করেছিলেন। নিজের দেশের স্বার্থ আগে দেখতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্টের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

নবিজীর সুন্নাহের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কিভাবে দারিদ্র্য মুক্ত, সাম্য ও ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনকরা যায়। নবিজী (সা) নিজের রাষ্টের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন মদিনা সনদের মাধ্যমে। তিনি যে রাষ্ট্র গঠন করেছিলো তাতে ধনী গরীবের কোন ভেদাভেদ ছিলোনা। প্রত্যেকে যাকাত আদায় করতে ঠিকঠাক,প্রতারণা, সুদ,জুলুম, ব্যাভিচার যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। যেখানে চুরির শাস্তি ছিলো চোরের হাত কেটে দেওয়া,ব্যাভিচারের শাস্তি ছিলো মৃত্যু,মদ খাওয়ার শাস্তি ছিলো জনসম্মুখে বেত্রাঘাত যারফলে অপরাধ কমে গিয়েছিলো।

বর্তমানে প্রকাশ্যে জেনা ব্যাভিচারে মানুষ লিপ্ত, ধর্ষকের কোন শাস্তি নেই,খুন আহাজারি ডাকাতি বেড়ে গেছে চরম পর্যায়ে। সুদ ঘুষ নেশা প্রকাশ্যে করে বেড়াচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। যে রাষ্ট্রে অশ্লীলতা বেড়ে যায় সে রাষ্ট্রের যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যায়,নেমে আসে আল্লাহর আসমানি লানত।

প্রতিটা সেক্টরে দুই নাম্বারি কাজ, ঘুষ ছাড়া ফাইল আগায়না পুলিশ কাজ করেনা,ডাক্তার রোগী দেখেনা। সবজায়গায় কেবল ব্যবসা। দেশের উন্নতি কিভাবে হবে?  যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে গেলে দেশে হাল ধরবে কে?

একটা সুন্দর ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য নবিজীর আদর্শ অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। নবিজীর মদিনা সনদ একটা রাষ্ট্র গঠনের সিলেবাস বলা চলে। কিভাবে সুষ্ঠভাবে রাষ্ট্রপরিচলনা করা যায় এর সবটাই মদিণা সনদে রয়েছে।

যুদ্ধ রিতী,রণকৌশল, পররাষ্ট্র নিতী সব বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে নবী জীবনীতে। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে রাসুল (সা.) সমঝোতা-শৃঙ্খলা, মৈত্রী-উদারতা ও ক্ষমার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। মক্কাবিজয়ের দিন তার উদার ক্ষমা ঘোষণা বিশ্বের যেকোনো চিন্তাবিদকে আলোড়িত করে। তিনি মাঠে-ময়দানে ছিলেন একজন তুখোড় সমরবিদ ও মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মানবতাবাদী রাষ্ট্রনায়ক। প্রতিহিংসামূলক হত্যা, যুদ্ধে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ ও শিশুহত্যা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। বর্তমানে আমরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে দেখছি যুদ্ধের নামে।

তিনি রাসুল (স) কোরআনভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রনোদন করেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন আল্লাহর দেওয়া বিধানের ভিত্তিতে। তিনি কারো প্রতি জুলুম করেননি। মহানবী (স) তার রাস্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন, জাজিরা কর দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি যখন কাওকে গভর্নর নির্বাচন করেছেন তাকে তার তাকওয়া,পরহেজগারি,  অধীক যোগ্যতার ভিত্তিতে করেছেন

। তিনি তার রাষ্ট্রে ছয়টি মূলনীতি নির্ধারণ করেন। সেগুলো হলো

আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য সব আনুগত্যের ঊর্ধ্বে।

সব দায়িত্বপূর্ণ ও প্রশাসনিক পদে মুসলিম নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ইসলামি সরকারের আনুগত্য জনগণের অপরিহার্য।

সরকারের সমালোচনার অধিকার জনগণের থাকবে।

রাষ্ট্রের সব আইন ও বিধানের মানদ- হবে ইসলামি শরিয়ত।

বিরোধ-মীমাংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসুলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

এসব মূলনীতির ভিত্তিতে মহানবী (সা.) মদিনার আর্থসামাজিক ও প্রভূত উন্নয়নে এক বৈপ্লবিক জোয়ার সাধিত করেছিলেন। এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে তিনি আদর্শ ও ইনসাফের এক অনন্য প্রতীক।

কেবলমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসরণ করে নবিজীর দেখানো পথেই সফলতা আসা সম্ভব। একটি সফল রাষ্ট্র গঠনে নবিজীর অনুসরণ করা আবশ্যক।

গুনাহ পাপাচার মুক্ত রাষ্ট গঠনে এর কোনবিকল্প নেই।

নবিজী (স) একজন আদর্শ নেতা। তিনি একটা রাষ্টের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্বেও খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। খেজুর পাতার চাটায় ছিলো তার বিছানা তিনি কখনোই পেট ভরে খেতেন না।রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করে খলিফা উমর (রা) আবু বকর (র, উসমাম (রা) আলী (রা) এবং পরবর্তীতে সাহাবগন রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আবু বকর (র) এর সময় যাকাত নেওয়ার লোক পাওয়া যেতোমা। সবাই এতটাই সম্পদশালী ছিলেন। তিনি নিজে হেটে হেটে রাতের অন্ধকারে জনগণের খোজখবর নিতেন। উমর (র) যখন খলিফা ছিলেন তার ছেলেকে মদ্যপানের অপরাধে ৮০ বেত্রাঘাত করেন।

আমাদের শাসকগোষ্ঠী যদি অপরাধের শাস্তি দিতো তবে অপরাধ প্রবণতা কমে যেতো। তারা কেবল  নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত কারন তাদের মাঝে নবিজীর সুন্নাহ নেই।

আমরা যদি চাই আমাদের রাষ্টের উন্নতি হোক সুখি সুন্দর পরিবেশ হোক তবে অবশ্যই রাসুলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতেই হবে। নবিজীর দেখানো বিধিবিধান তথা জীবনাদর্শ পালন করতে হবে। একটি ইসলামি রাষত্র গঠন করতে হবে। এছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। এখন সময়ে নবিজীর আদর্শ কেউ অনুসরণ করেনা জন্যই চারিদিকে এত অশান্তি হানাহানি মারামারি।

রাষ্ট্রীয় জীবিনে  সুন্নাতের গুরুত্ব উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান।।

## ধর্মীয় জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ও ফযিলত :

ধর্মীয় জীবনের সুন্নতের গুরুত্ব অপরিসীম।নবিজী (স) ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। তিনি (স) নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাহাবাগণদের(রা) শিক্ষা দিয়েছেন ইবাদত।
রাসুল(স) শিক্ষা দিয়েছেন নামাজ, রোজা,তিলাওয়াত ইনফ্যাক্ট ইসলামের সমস্ত বিষয়াদির। দারুল আরকাম ছিলো মুসলমানদের প্রথম মসজিদ মাদ্রাসা। সেখানেই নবিজীর থেকে শিক্ষা নিতেন সাহাবাগণ(র)।

ঐশী শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে নবিজী(সা) এর মাধ্যমে। তিনি তার কার্যকর ও বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে আরবের মূর্খ ও বর্বর একটি জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করান এবং ইসলামের মহান বার্তা ছড়িয়ে দেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে।

হজরত রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা মিশন সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কোরআনে কারিমে বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

‘তিনিই সেই পবিত্র সত্ত্বা। যিনি নিরক্ষর লোকদের মধ্য থেকে একজনকে নবী করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে পবিত্র করবেন, তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও প্রজ্ঞা। যদিও ইতোপূর্বে তারা ভ্রান্তিতে (অজ্ঞতায়) মগ্ন ছিলো। ’
(সূরা জুমুয়াহ আয়াত : ০২)

তিনি নিজেই বলেন,
‘নিশ্চয় আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। ’
সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৯

হজরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, ‘তার জন্য আমার বাবা ও মা উৎসর্গিত হোক। আমি তার পূর্বে ও পরে তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি কখনো কঠোরতা করেননি, কখনো প্রহার করেননি, কখনো গালমন্দ করেননি। ’ -সহিহ মুসলিম

আর কেনোই বা তিনি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক হবেন না, যখন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, 'আমাকে আমার প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আমাকে তিনি সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আমার প্রভু আমাকে শিষ্টাচার শিখিয়েছেন সুতরাং তিনি সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। '

রাসূল (সা.) অধিকাংশ বিষয় নিজে আমল করে সাহাবিদের শেখাতেন। শেখাতেন হাতে-কলমে। এজন্য হজরত আয়েশা (রা.) বলেন,
তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কোরআন।

রাসূল (সা.) বলেন-
তোমরা নামাজ আদায় কর, যেমন আমাকে আদায় করতে দেখো। ' -
সুনানে বায়হাকি : ৩৬৭২

রাসুল(স) ছিলেম উত্তম আদর্শ,উত্তম শিক্ষক।
তার সুন্নাহ অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে যেতে পারি আমাদের আমলি জিন্দেগীতে।
আমাদের রাসুল (স) এর সুন্নত কে খুব ভালোভবে আঁকড়ে ধরতে হবে, জানতে হবে বিদ আত সম্পর্কে।
একদা কিছু সাহাবী প্রতিজ্ঞা করলেন সে প্রতিদিন রোজা রাখবে এবং অপর একজন প্রতিজ্ঞা করলেন সে কখনো বিয়ে করবেন না এবং অপর একজন প্রতিজ্ঞা করলেন সে ঘুমাবেননা।
তাদের প্রতিজ্ঞা শুনে নবিজী (সা) রাগান্বিত হন এবং বলেন-
তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে আমি সর্বত্তম অথচ আমি সপ্তাহে দুদিন রোজা রাখি, আমার বিবিভকছেন এবং আমি রাতের একাংশ ঘুমায়।
নিশ্চয়ই তাদের আমল নবিজীর আমলের চেয়ে অধীক পছন্দনীয় নয়।

আমল ইবাদত কবুলের জন্য শর্ত হচ্ছে নবিজীর অনুকর করা। মুমিন হওয়ার শর্ত হলো নবিজীকে সম্পূর্ণ মান্য করা।
আল্লাহ তায়ালা বলেন -

-قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ

(হে রাসুল! আপনি) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।'

(সুরা আল-ইমরান : আয়াত ৩১)

একদা একদিন নবিজী (স) মসজিদুল নববিতে বসে ছিলেন। একজন ব্যাক্তি এসে সালাতে দাড়ালেন সে স্বলাত শেষ করলে নবিজী তাকে বললে তোমায় নামাজ হয়নি আবার আদায় করো। লোকটি পুনরায় স্বলাত আদায় করলেন। নবীজী আবারো তাকে বললেন আবারো আদায় করো।

লোকটি পুনরায় আরো ভালো করে স্বলাত আদায় করলেন কিন্তু নবিজী আবারো বললেন তোমার স্বলাত হয়নি আরো সুন্দর করে আদায় করো।

ব্যাক্তিটি এবার কান্নায় ভেঙে পরলেন এবং বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ এরচেয়ে ভালো স্বলাত আমি পারিনা, আপনি আমায় শিখিয়ে দিন। নবিজী তাকে শিখিয়ে দিলেন।

রাসুল (স) এর পুরো জীবনটাই ছিলো ইবাদত। তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এতটাই একনিষ্ঠ ভাবে আর এতটা সময় নিয়ে যে তার পা মোবারক ফুলে যেতো।

তিনি শিখিয়েছেন কিভাবে ইবাদত করলে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়।

নবিজী (স) এর আগে পরের সকল গুনাহ মাফ ছিলো কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহর দরবারে অশ্রু বিশর্জন দিতেন আল্লাহর ভয়ে।

তিনি এত লম্বা সময় তিলাওয়াত করতেন। নবী (স) এর জীবন ছিলো কুরআন এর প্রতিফলন।

আমরা নবীর সুন্নাহ ছাড়া আমাদের আমলি জিন্দেগী কল্পনাও করতে পারিনা। নবিজীর সুন্নাহের মাধ্যমেই আমরা জানি ইসলাম সম্পর্কে।

নবিজীর সুন্নাহ পালন করার মাধ্যমেই ইসলাম পালন করা হয়।

সুন্নত হলো- আকিদা, মধ্যমপন্থা, কথা ও কর্মগত দিক দিয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবিগণ যার ওপরে ছিলেন'

(মাজমু ফতোয়া: ৫/১১১)

অর্থাৎ আকীদা ফিকহ ইত্যাদি সকল বিষয় আমরা সুন্নাহের মাধ্যমে জেনে থাকি।

কুরআন হলো আমাদের জীবন বিধান, আর এই কুরআনকে বুঝানোর জন্যই রাসুলে করিম (স) এর আগমন।

## ইবাদত কবুলে সুন্নাহের গুরুত্ব :

মহান রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।'
(সুরা কাহাফ, আয়াত-১১০)
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উক্ত আয়াতে রবের সাক্ষাত পেতে অর্থাৎ ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দুটি অন্যতম শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, সৎকর্ম হওয়া। দ্বিতীয়ত, শিরক মুক্ত হওয়া। সৎকর্ম বলতে ওই ইবাদতকে বুঝানো হয় যার মধ্যে থাকে আল্লাহতায়ালার হুকুম এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ।
আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালাকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।'
(সুরা হাশর, আয়াত-০৭)
এ আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যায় সুন্নাহ ছাড়া আমল পরিত্যায্য। ইবাদতে সুন্নাহর গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বনবী  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাদের নির্দেশ (সুন্নাহ) নেই তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম হাদিস নং-১৭১৮) সুতরাং কোরআন এবং হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, ইবাদতের অন্যতম এবং প্রধান শর্ত হলো সুন্নাহ। সুন্নাহ বহির্ভূত ইবাদত পানিশূন্য ডাবের মতো, দেখতে যদিও সুন্দর কিন্তু সওয়াবের দিক থেকে শূন্য। অতএব মুমিনের জন্য জরুরি বিষয় হলো যে কোনো কাজ করার আগে হিসেব করতে হবে এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত তরিকা কি? বা কাজটি সুন্নাহসম্মত কি না? সুন্নাহ পাওয়া গেলে করা, না পাওয়া গেলে ছেড়ে দেওয়া।

## সুন্নাহ বিমুখতা  ঈমানের অপূর্ণতা :

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
‘তোমাদের মধ্যে থেকে যে কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার পিতা-মাতা সন্তানাদি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে আমাকে বেশি ভালো না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না।’ (বুখারি হাদিস নং-১৫)
আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার মাপকাঠি হলো সুন্নাহর অনুসরণ। সুতরাং যার মধ্যে সুন্নাহর অনুকরণ যত বেশি তার মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসাও ততবেশি। আর যার মধ্যে সুন্নাহ নাই তার মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসাও নাই। আর যার মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা নাই তার মধ্যে ঈমানও নাই।

## সুন্নাহ উপেক্ষার পরিণাম

মুসলিম হওয়ার জন্য কুরআন মেনে চলা যেমন আবশ্যক, তেমনি সুন্নাহ মেনে চলাও অপরিহার্য।সুন্নাহ উপেক্ষা করলে পরকালে রয়েছে শাস্তি।
মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ِّ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচুঁ করো না’
(হুজুরাত ৪৯/১-২)।
এখানে ‘নবীর কণ্ঠস্বর’ হ’ল তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাহকে অমান্য, অস্বীকার, পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নিমিত্তে যে সকল অপচেষ্টা সব কিছুই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সুতরাং এই কণ্ঠরোধ করার অর্থ হ’ল রাসূলে কথা তথা আল্লাহর অহী দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার সুপ্ত ষড়যন্ত্র।
সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর বিধান কুরআন এবং তারপর রাসূল (স) ও তাঁর সুন্নাহর আনুগত্য করতে হবে। অপরদিকে রাসূলের আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর সান্নিধ্য অসম্ভব। আল্লাহ ও

রাসূলের সম্পর্ক সম্পূরক। যেমন আল্লাহ বিধানদাতা ও রাসূল বিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও পথ প্রদর্শক। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মুমিন ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ‘

হে ইমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের’ (নিসা ৪/৫৯)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ‘

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল’

(নিসা ৪/৮০)।

তিনি আরো বলেন,

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ‘আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও’ (আলে ইমরান ৩/১৩২)।

রাসূলের আনুগত্য হ’ল আল্লাহর আনুগত্য। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَدْ عَصَى اللهَ

‘যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল, সে যেন আল্লাহরই অবাধ্যতা করল’।

অন্যত্র তিনি বলেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّى ‘

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হ’তে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমার দলভুক্ত নয়’

রাসূলের সুন্নাহ তথা হাদীসের অনুসরণকে ওয়াজিব করে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন আক্বীদা ও আহকাম সকল বিষয়ে হাদীস হলো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী। হাদীসেরঅনুসরণ ব্যতীত ইসলামের অনুসরণ কল্পনা করা যায় না।

সুতরাং রাসূল (স) আমাদের সম্মুখে যে সুন্নাত পেশ করেছেন, তা কোনরূপ বিকৃত ও বিরোধিতা না করে সঠিকভাবে গ্রহণ করা ওয়াজিব।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ‘আর রাসূল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক’ (হাশর ৫৯/৭)।

সুন্নাহর বিরোধিতা ও তা বিকৃত করা কুফরী

(আলে ইমরান ৩/৩২)।

তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ পৃথিবীর সকল মুমিন বান্দার জন্যে আমানত স্বরুপ।

# আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া :

পার্থিব জীবনের সকল কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর ফায়ছালা মেনে চলা ওয়াজিব। যে সিদ্ধান্ত মেনে না নেয়, সে মুনাফিক। দুনিয়াতে তার উদাহরণ ছিদ্র হওয়া পাত্রের মত, যতই পানি ভরার চেষ্টা করে, তা পূর্ণ হয় না। অনুরূপভাবে তার নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়।আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিপন্থী আমল করলে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্কে অবমাননা করার ফলে উত্তম আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। যদিও মানুষ ভাবে যে, সে দুনিয়ার বুকে ভাল আমল করে চলেছে। অথচ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরাগ ভাজন হচ্ছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং স্বীয় আমল বিনষ্ট কর না’

(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)।

তিনি আরো বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ‘তুমি বল, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে’ (কাহ্ফ ১৮/১০৩-১০৪)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ‘

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় (কুরআন-সুন্নাহ) অস্বীকার করে, তার সকল শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে’

(মায়েদা ৫/৫)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন’

(নূর ২৪/৫৩)।

কুরআনের একটি আয়াত কিংবা ছহীহ হাদীছের একটি অংশও কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। আর যদি কেউ অস্বীকার করে কিংবা রদবদল করে পালন করে, তবে সে ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

## দুনিয়াবি জীবন ক্ষতিগ্রস্ত :

যে ব্যাক্তি নবিজীর সুন্নাহকে অনুসরণ বা অনুকরণ না করে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে পরে। পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়। সুন্নাহ অনুসরণ বাদ দিয়ে যদি কেউ অন্য কোন সভ্যতাকে অনুসরণ করে তবে এর ফল হয় ভয়াবহ। বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পারি নবিজীর সুন্নাহকে পায়ে ঠেলে যারা অন্য কাওকে রোল মডেল বানিয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার গোলাম হয়েছে তাদের কি ভয়াবহ পরিনতি হয়েছে।

সুন্নাহ অনুসরণ না করলে সমাজে অপরাধ বেড়ে যায়। সমাজের চারিদিকে অনাচার বেড়ে যায় সমাজের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্যাক্তি জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। অশান্তি বিরাজ করে। সমাজে জিনা ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাই। আর যে সমাজে জিনা ব্যাভিচার বৃদ্ধি পাই সেই রাষ্টের প্রতি আল্লাহ তায়ালা লালন বর্ষন করেন। আসমানী শাস্তির সম্মুখীন করেন।

মদ জুয়া সুদ ঘুষ নানান অপরাধ কর্মে জড়িত হয়ে পরে মানুষ। আল্লাহ নারাজগি ও অসন্তোষ এর কারনে নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে।

সুন্নাহের অনুসরণ বাদ দিলে সমাজে  বিদাতের প্রচার প্রসার ঘটে। মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তার আখিরাত ও দুনিয়া উভয় ই ধ্বংস করে ফেলে।

يَّفۡتِنُوۡکَ عَنۡۢ بَعۡضِ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ اِلَیۡکَ ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ اَنۡ یُّصِیۡبَهُمۡ بِبَعۡضِ ذُنُوۡبِهِمۡ ؕ وَاِنَّ کَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ۝

(আমি আদেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করবে, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবে না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকে, পাছে তারা তোমাকে এমন কোন বিধান থেকে বিচ্যুত করে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাজিল করেছেন। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ তাদের কোনও কোনও পাপের কারণে তাদেরকে বিপদাপন্ন করার ইচ্ছা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

(সুরা মায়েদা ৪৯)

সাধারণভাবে সব গুনাহের শাস্তি তো আখেরাতেই দেওয়া হবে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল হতে মুখ ফেরানোর শাস্তি দুনিয়াতেও দেওয়া হয়। সুতরাং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও ষড়যন্ত্র করার কারণে তাদেরকে দুনিয়াতেই নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

আল্লাহর স্মরণ থেকে (অর্থাৎ কুরআন ও আল্লাহর ইবাদত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ধ্বংসাত্বক পরিণতি!!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-
আর যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় সবচেয়ে করুণাময়ের (আল্লাহর) স্মরণ থেকে, আমরা তার জন্য নিযুক্ত করি এক শয়তানকে তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী হওয়ার জন্য।
আর নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদেরকে বাধা দেয় (আল্লাহর) পথ থেকে, কিন্তু তারা মনে করে যে তারা সঠিক পথেই আছে।

(সুরাহ আয-যুখরুখ ৪৩ঃ৩৬-৩৭)

আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা, যারা ইসলাম অনুসারে আমল করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ, এরকম ব্যক্তি কাফির।
মহান আল্লাহ বলেন,
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْن
‘যে ব্যক্তিকে আল্লাহর আয়াত সমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালিম আর কে হ’তে পারে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব’
(সাজদাহ ২২)।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى -
‘যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? আমিতো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ এসেছিল। অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব’
(ত্ব-হা ১২৪-১২৬)।

মানুষ নির্দ্বিধায় আল্লাহকে ভুলে অসৎ পথে চলে, পাপাচারে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির অনুসারী হ’তেও দ্বিধা করে না। কিন্তু হক্ব যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করত তবে আসমান-যমীন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ ‘সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসারী হ’ত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত (মুমিনূন ৭১)।

যে ব্যাক্তি দ্বীন ইসলামকে ভুলে যায় সেই ব্যাক্তি কাফির মুরতাদ হয়ে যায়। আর মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠনের তাওফিক দান করুন।আমীন।

## হারিয়ে যাওয়া কিছু হাদীস বা সুন্নাহ সমূহ:

**১/রাস্তায় কষ্টকর  কোন কিছু দেখলে তা সরিয়ে ফেলা।**

**আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,** ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে **রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা**।

২/শুকরিয়া সিজদাহ করা।

**মহানবী (ﷺ)** কোন আনন্দদায়ক সংবাদ শুনলে অথবা শুভ সংবাদ পেলে আল্লাহ তাআলাকে শুকরিয়া জানানোর জন্য সিজদায় পতিত হতেন। [আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ১৪৯৪নং]

৩/ কোন গুনাহ হয়ে গেলে সালাতুত তাওবাহ এর নামাজ পড়া।

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ** কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর উত্তমরূপে উযূকরে দু রাকআত সালাত পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। [সুনান ইবনু মাজাহ ১৩৯৫

৪/সাদাকাহ করা।কোনো গুনাহ বা অন্যায় করলে তাওবার অংশ হিসেবে আল্লাহর রাস্তায় কিছু দান-সাদাকাহ করা।

**রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:** “এবং সাদাকা (যাকাত) বা দান খায়রাত) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এমনিভাবে গভীর রাতে ব্যক্তির কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুর)ও গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।”
[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২২০১৬]

৫/ ইস্তিগফার পাঠ করা। গুনাহ হয়ে গেলে তাওবাহ করা। নবিজী (স) দৈনিক ১০০ বার ইস্তিগফার পাঠ করতেন।

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
“আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আন্ নিসা ০৪:১০৬]

৬/অসিয়ত লিখে যাওয়া।
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ١٨٠
“তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোনো সম্পদ রেখে যায়, তবে তা অসিয়ত করবে।
” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮০]
**রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,** “কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসিয়তযোগ্য কিছু রয়েছে আর সে দু’রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসিয়ত লিখিত থাকবে না।
”[সহীহ বুখারী, অসাইয়া, হাদীস নং ২৫৮৭]

৭/রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো। এশার নামাজ পর সুন্নাহ হলো দ্রুত ঘুমুতে যাওয়া। অহেতুক রাত জাগা গুনাহের।
**মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,** ‘আমি তোমাদের বিশ্রামের জন্য নিদ্রা দিয়েছি, তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ আর দিনকে বানিয়েছি তোমাদের কাজের জন্য।
’ (সুরা : নাবা, আয়াত : ৯-১১)
৮/মুহররম মাসে নফল রোজা রাখা সুন্নাহ।

**রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,** রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে- আল্লাহর মাস 'মুহররম' এর রোজা।

[সহিহ মুসলিম ১১৬৩ (আন্তর্জাতিক)]

তাই এই মাসে পুরো মাসব্যাপী নফল রোজা রাখার চেষ্টা করা।

**৯/ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত।** তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম এমন সময় বৃষ্টি নামল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাপড় খুলে দিলেন, ফলে এতে বৃষ্টির পানি পৌছল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কেন করলেন? **তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন**, কেননা এটা মহান আল্লাহর নিকট থেকে আসার সময় খুবই অল্প

। [সহীহ মুসলিম ১১৬৮ (হাদীস একাডেমী)]

১০. তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ এর দুই রাকাআত সালাত আদায় করা

**নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ** "যে মুসলিম সুন্দরভাবে ওযু করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি আল্লাহর প্র

তি নিবদ্ধ রেখে দু' রাকাআত সালাত আদায় করে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। [সহীহ মুসলিম ৪৪১ (হাদীস একাডেমী)]

১১. বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া

কোনো ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার পর তা ফেরত দিতে চাইলে সেই পণ্য ফেরত নেওয়া বা পরিবর্তন করে দেওয়া। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ**

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের (অনুরোধে তার) সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করবে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন

। [সুনান আবূ দাউদ ৩৪৬০ (তাহকিককৃত)]

১২/ অপরিচিত লোককে সালাম দেওয়া

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলঃ ইসলামের কোন কাজ উত্তম? **তিনি বললেনঃ**

তুমি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন আর যাকে চেন না। [বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ৬২৩৬]

১৩/. মেসওয়াক করা

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ননা করেন: **তিনি বলেছেন যে,**

মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহ্‌র সমেন্তাষ লাভের উপায়। [সহীহ; নাসাঈ (১/৫০), আহমাদ (৬/৪৭, ৬২)]

১৪/. আজানের জবাব দেওয়া

**'আয়িশাহ্‌ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত।** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ্জিনকে শাহাদাতের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনলে বলতেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি। (আবূদাঊদ, সুনান ৫২৬নং) [আজানের জবাব নিয়ে আরো বিস্তারিত পড়ুন]

১৫/. তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা

**আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন,** 'আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়বে। এটা তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব। অচিরেই তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' [সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯]

১৬/. সালাতুত দোহা বা চাশতের নামাজ পড়া

চাশতের নামায মুস্তাহাব নফল। এই নামাযের রয়েছে বিরাট মাহাত্ম ও সওয়াব।

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, **নবী (ﷺ) বলেন,** "প্রত্যহ্‌ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ্‌ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ্‌ হল সদকাহ্‌ প্রত্যেক তাহ্‌মীদ (আলহামদু লিল্লা-হ্‌ পাঠ) সদকাহ্‌, প্রত্যেক তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ্‌ পাঠ) সদকাহ্‌, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ্‌, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ্‌, এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ্‌। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশতের দুই রাকআত নামায।" [মুসলিম ৭২০ নং]

১৭/ যেকোনো কাজ পরামর্শ করে করা

**আল্লাহ তায়ালা বলেন,** আর যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। [সূরা আশ-শুরা আয়াত ৩৮]

১৮/. বাসা থেকে বের হওয়ার সময় নফল নামাজ

বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বা সফরে যাওয়ার সময় দুই রাকাআত নফল নামাজ পড়ে বের হওয়া।

**মহানবী (ﷺ) বলেন,** "যখন তুমি তোমার **ঘর থেকে বের হওয়ার সংকল্প করবে, তখন দুই রাকআত নামায পড়;** তোমাকে বাহির পথের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবে। আবার যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখনও দুই রাকআত নামায পড়; তোমাকে প্রবেশ পথের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবে।"

[বাযযার, বায়হাকী শুআবুল ঈমান, জামে ৫০৫নং]

১৯/বাচ্চাদেরকে সালাম দেওয়া

শিশু হলেও তাকে সালাম দেওয়া সুন্নাত এবং তা বিনয়ীর একটি নিদর্শন। আমাদের **মহানবী (ﷺ)** পথে চলাকালে ছোট শিশুদেরকে সালাম দিতেন। [সহীহ বুখারী ৬২৪৭ (তাওহীদ পাবলিকেশন)]

২০/. ইফতার তাড়াতাড়ি করা এবং সাহরি দেরিতে করা

সময় হওয়ার সাথে সাথে শীঘ্র ইফতার করা নবুঅতের একটি আদর্শ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তিনটি কাজ নবুয়তের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত; **জলদি ইফতার করা, দেরী করে (শেষ সময়ে) সেহরী খাওয়া** এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।" [ত্বাবারানী, মু'জাম, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৫, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩০৩৮নং]

২১/ দোয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা

নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ** দোয়াই হলো ইবাদত। অতঃপর তিলাওয়াত করেন (অনুবাদঃ) ''এবং তোমার প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো" [সুনান ইবনু মাজাহ ৩৮২৮]

২২/. ফজরের পর না ঘুমানো

ফজরের পরে সময়টাতে রাসূলে পাক (সাঃ) তার উম্মতের জন্য বরকতের দোয়া করেছেন। প্রিয় নবী (সাঃ) ভোরবেলায় কাজে বরকতের জন্য দোয়া করেছেন। সাখর আল-গামিদী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত।

**নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ** ''হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে ভোরের বরকত দান করুন।" [আবু দাউদ হাদিস নাম্বারঃ ২৬০৬]

২৩/ খাবার পড়ে গেলে তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া

কারণ, তাতেই বরকত নিহিত থাকতে পারে। সুতরাং তা কুড়িয়ে না খেলে বরকত চলে যাবে।

**মহানবী (ﷺ) বলেন,** "তোমাদের কারো খাবারের লোকমা হাত হতে (পাত্রের বাইরে) পড়ে গেলে (এবং তাতে ময়লা লেগে গেলে) তার ময়লা দূর করে সে যেন তা খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। খাবার শেষে সে যেন নিজের আঙ্গুলগুলো চেঁটে খায়। কারণ তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বরকত নিহিত আছে।" [মুসনাদে আহমাদ আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা. হা/ ১৪২১৮, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/২০৩৪]

২৪/সফর থেকে আসার পর নফল নামাজ

সফর থেকে আসার পর **দুই রাকাআত** নফল নামাজ পড়া।

**মহানবী (ﷺ) বলেন**, "যখন তুমি তোমার ঘর থেকে বের হওয়ার সংকল্প করবে, তখন দুই রাকআত নামায পড়; তোমাকে বাহির পথের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবে। **আবার যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখনও দুই রাকআত নামায পড়;** তোমাকে প্রবেশ পথের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবে।" (বাযযার, বায়হাকী শুআবুল ঈমান, জামে ৫০৫নং)

২৫/. মাঝে মাঝে খালি পায়ে হাটা

**হাদিসে বর্ণিহ হয়েছে**, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) মাঝেমধ্যে খালি পায়ে হাঁটার নির্দেশ করেছেন। [সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং : ৪১৬০; মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং : ২৩৯৬৯]

২৬/. মুচকি হাসি দেওয়া, মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা।

**আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত।** তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিক মুচকি হাস্যকারী ব্যক্তি কাউকে দেখিনি। [সহীহ শামায়েলে তিরমিযী ১৬৮]

২৭/ উপরে ও নিচে যাওয়ার সময় যিকির

নিচ থেকে উপরে উঠার সময় "**আল্লাহ আকবার**" এবং উপরে থেকে নিচে নামার সময় "**সুবহানাল্লাহ**" বলা।

২৮/ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

কাউকে পছন্দ করলে বা ভালোবাসলে তার সামনে গিয়ে বলা "**আপনাকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি**"।

**আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত।** এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবশ্যই এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ তুমি কি তাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছো? সে বললো, না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তুমি তাকে জানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। সে বললো, যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনিও আপনাকে ভালোবাসুন। [সুনান আবূ দাউদ ৫১২৫ (তাহকিককৃত)]

২৯/ঘুমানোর সময় অযু করে ঘুমানো

অযু করা ছাড়া না ঘুমানোর চেষ্টা করা; কেননা, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বারা ইবন 'আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

"যখন তুমি ঘুমাতে যাবে, তখন অযু করে নাও, যেমনিভাবে তুমি সালাত আদায়ের জন্য অযু করে থাক।" [বুখারী ও মুসলিম]

৩০/কেবলার দিকে থুথু না ফালানো

**আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন,** "কিবলার দিকে যে কফ ফেলে, তাঁর চেহারায় ঐ কফ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।" (বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহিহ তারগিব ২৮১ নং)

৩১/. খাওয়া শেষে আঙুল চেটে খাওয়া

খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া; আর খাবারের পাত্র চেটে খাওয়া এবং রুমাল বা টিসু দিয়ে স্বীয় আঙুলসমূহ মুছে ফেলার পূর্বে বা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলার পূর্বে সেগুলো চেটে খাওয়া। কেননা, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:**

"তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন তার আঙুলসমূহ মুছে না ফেলে, যতক্ষণ না সে তা চেটে খায় অথবা কাউকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়।"[বুখারী, হাদিস নং- ৫১৪০; মুসলিম, হাদিস নং- ৫৪১৫]

তাছাড়া **জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:**

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুল ও খাওয়ার পাত্র চেটে খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেন: 'তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন্ খাবারের মধ্যে বরকত রয়েছে।"[মুসলিম, হাদিস নং- ৫৪২০]

৩২/ সাহরিতে খেজুর খাওয়া

আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ** ঈমানদার ব্যক্তির জন্য খেজুর দিয়ে সাহারী খাওয়া কতোই না উত্তম! [সুনান আবূ দাউদ ২৩৪৫ (তাহকিককৃত)]

৩৩/পানি পান করার সময় গ্লাসে বা পাত্রে নিশ্বাস না ফেলা

আবূ ক্বাতাদাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।** আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন শৌচকার্য না করে। [সহীহ বুখারী ১৫৩ (তাওহীদ পাবলিকেশন)]

৩৪/. আশ্চর্য হলে আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ বলা

কোনো বিষয় দেখে আশ্চর্য হলে "**আল্লাহু আকবার**" বা "**সুবহানাল্লাহ**" বলা।

৩৫/সন্ধ্যার সময় বা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ছোট বাচ্চাদের বাইরে যেতে না দেওয়া

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,** 'যখন রাতের আঁধার নেমে আসবে অথবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে আটকিয়ে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। আর যখন রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হবে তখন তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। [সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩০৪]

৩৬/. জুমুআর রাত (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা) থেকে জুমুআর দিনের শেষ সময় (শুক্রবার সন্ধ্যা) পর্যন্ত বেশি বেশি দুরুদ পড়া

**আওস ইবনু আওস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ** তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, লোকজন প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! কি করে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? আপনি তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। বর্ণনাকারী আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বুঝাতে চাচ্ছিল আপনার শরীর তো জরাজীর্ণ হয়ে মিশে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ মাটির জন্য নবী-রসূলগণের দেহকে হারাম করে দিয়েছেন।
সুনান আবূ দাউদ ১০৪৭ (তাহকিককৃত)]

৩৭/. পেট ভরে না খাওয়াঃ পেটের তিনভাগের এক ভাগ খালি রেখে খাওয়া শেষ করা

**ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ** সাত পাকস্থলী ভর্তি করে কাফির খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, আর একটিমাত্র পাকস্থলী ভর্তি করে মুমিন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। [তিরমিজি: ১৮১৮]

৩৮/. সন্তান জন্ম হওয়ার পর ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া

নবজাতকের কানে আযান দেওয়া সুন্নাত। **আবু রাফি (রা) বলেন:**

"আমি দেখলাম, ফাতেমা (রা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে নামাযের আযানের মত আযান দিলেন।'

তবে বাম কানে একামত দেওয়ার বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের। হাদীসটি নিম্নরূপ:

“যদি কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয় তবে ‘উম্মুস সিবইয়ান’ (জিন) তার ক্ষতি করবে না।”

হাদীসটি আবূ ইয়ালা মাউসিলী, ইবনুস সুন্নী প্রমুখ মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনুল আলা রাযী থেকে মারওয়ান ইবন সালিম থেকে তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ উকাইলী থেকে ইমাম হুসাইন ইবন আলী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ থেকে হাদীসটি সংকলন করেছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনুল আলা এবং তার উসতাদ মারওয়ান ইবন সালিম উভয়ই জালিয়াত ছিলেন।

৩৯/ দুধ পান করার পর দোয়া করা

**রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ** তোমাদের কেউ খাবার খাওয়ার সময় যেন বলেঃ ”হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম খাবার দান করুন।” এবং দুধ পানের সময় যেন বলেঃ ”**হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দিন।**” কেননা একমাত্র দুধই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দেয়।

[সুনান আবূ দাউদ ৩৭৩০ (তাহকিককৃত)]

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

**উচ্চারণ:** ‘আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি ওয়াজিদনা মিনহু।’

৪০/. চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোজা রাখা

ইবনু মিলহান আল-কায়সী (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। **তিনি বলেন**, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে বীয অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সওম পালনে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এগুলো সারা বছর সওম রাখার সমতুল্য।

[সুনান আবূ দাউদ ২৪৪৯ (তাহকিককৃত)]

## উপসংহার :

**পরিশেষে উপরোক্ত সকল আলোচনা থেক্র বুঝা য্য যে রাসুল (স) এর সুন্নাহ অনুসরণ ও অনুকরণ ই একমাত্র পথ ও পাথেয়।**
**সুন্নাহ অনুসরণ এর মাধ্যেমেই দুনিয়াবি আখিরাতের কল্যণ লাভ সম্ভব।**
**আমাদের ব্যাক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা সামগ্রিক জীবন ই নবিজীর জীবনাদর্শর ভিত্তিতে গড়তে হবে। আমাদের সামগ্রিক জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব অপরিসীম।**

কতিপয় তথ্যসূত্র :

১/মানবতার বন্ধু :নাইম সিদ্দিকী
২/সিরাত ইবনে হিশাম
৩/সিরাহ
৪/ মানব জীবনে সুন্মাতের গুরুত্ব
৫/তাফসীর ইবনে কাছীর
৬/সুনান আবু দাঊদ
৭/সহিহ মুসলিম
৮/সামায়েলে তিরমিজি
৯/রিয়াদুস সালেহীন
১০/সিরাত্তুনন